গাংনীতে প্রবাসীর বাড়িতে হামলার ঘটনায় সংবাদ প্রকাশে সাংবাদিকদের হুমকি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চৌগাছা গ্রামে প্রবাসীর বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় সংবাদ প্রকাশের জেরে এবার সাংবাদিকদের হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

ভুক্তভোগী পরিবার থানায় লিখিত অভিযোগ করার পর সেই অভিযোগের ভিত্তিতে বিভিন্ন মাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হলে অভিযুক্ত পক্ষ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযুক্ত জয় ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা এ ঘটনায় জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে।

অভিযুক্ত কিশোর গ্যাং লিডার জয়, তার বন্ধু জিতু ও তাদের সহযোগীরা সংবাদটি বিভিন্ন নিউজ পোর্টাল থেকে মুছে ফেলার জন্য স্থানীয় সাংবাদিকদের ভয়ভীতি দেখাচ্ছে। তারা নিউজ পোর্টালের কমেন্ট সেকশন এবং হোয়াটসঅ্যাপে ফোন করে সাংবাদিকদের হুমকি দিচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছেন গাংনীতে কর্মরত একাধিক সংবাদকর্মী।

স্থানীয় সূত্র জানায়, হামলার ঘটনার পর কয়েকটি পত্রিকা ও অনলাইন নিউজ পোর্টালে থানায় লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে সংবাদ প্রকাশিত হলে অভিযুক্তরা আরও সক্রিয় হয়ে ওঠে। এরপর জয় ও তার অনুসারীরা কয়েকজন সাংবাদিককে বিভিন্নভাবে হুমকি দেয়। সংবাদ প্রকাশে ‘খারাপ পরিণতি’ ভোগ করতে হবে বলেও হুমকি দেওয়া হয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সাংবাদিক বলেন, ঘটনার সত্য তুলে ধরাই আমাদের দায়িত্ব। কিন্তু এখন উল্টো আমাদেরই হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এতে আমরা নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন।

এদিকে, হামলায় আহত দৈনিক সময়ের চিত্র পত্রিকার সাংবাদিক সুমন আলীর পরিবার এখনও আতঙ্কে রয়েছে। তাদের দাবি, অভিযুক্তরা এলাকায় প্রভাব খাটিয়ে ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে।

স্থানীয় সচেতন মহলের মতে, কোনো ঘটনার সংবাদ প্রকাশকে কেন্দ্র করে সাংবাদিকদের হুমকি দেওয়া গুরুতর অপরাধ। এতে স্বাধীন সাংবাদিকতা বাধাগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিরও

অবনতি ঘটতে পারে।

এ বিষয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস জানান, সাংবাদিকদের হুমকির বিষয়টি গুরুত্বসহকারে দেখা হচ্ছে। সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে তদন্তসাপেক্ষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এসডিসির বিরুদ্ধে তদন্তে নেমেছে প্রশাসন

মেহেরপুর প্রতিদিনে সংবাদ প্রকাশের পর অভিযুক্ত এনজিও সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট কমিটির (এসডিসি) বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে উপজেলা প্রশাসন।

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: খাইরুল ইসলাম মেহেরপুর প্রতিদিনকে তদন্তের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, সদর উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তাকে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া অভিযোগকারীদের সাথে কথা বলা হয়েছে, তাদের কাগজপত্র খতিয়ে দেখা হয়েছে।

এদিকে, অভিযোগকারী রোকেয়া খাতুন ও তার স্বামী কাজী মঈন উদ্দিনের সাথে কথা বলে জানা গেছে, তাদের এখনো নতুন ঋণ দেওয়া হয়নি। অথচ সংবাদ প্রকাশের কয়েকদিন আগে এসডিসির মেহেরপুর শাখার ব্যবস্থাপক জিনারুল ইসলাম বলেছিলেন, সপ্তাহখানেক পর তাদের ঋণ দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, গত ২৭ নভেম্বর মেহেরপুর প্রতিদিন ছাপা ও অনলাইন সংস্করণে এসডিসির বিরুদ্ধে গ্রাহক হয়রানির অভিযোগ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ হয়। প্রকাশিত সংবাদ পাঠকদের জন্য পুনরায় তুলে ধরা হলো।

মেহেরপুরের বাড়াদী বাজারের ব্যবসায়ী রোকেয়া খাতুন সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (এসডিসি) মেহেরপুর শাখার বিরুদ্ধে ঋণ প্রদানে

অনিয়ম, জোরপূর্বক পণ্য বিক্রি ও প্রতারণার অভিযোগ তুলেছেন।

বিষয়টি নিয়ে তিনি সম্প্রতি মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে একটি লিখিত অভিযোগপত্র দাখিল করেছেন।

অভিযোগে রোকেয়া খাতুন উল্লেখ করেন, তিনি গত ২৩ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে এসডিসি মেহেরপুর শাখা থেকে ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। তবে ঋণ নেওয়ার শর্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তারা তাকে বাধ্যতামূলকভাবে একটি টেলিভিশন ও একটি ওয়াটার হিটার কিনতে বলেন। পণ্য দুটির মূল্য ধরা হয় ৫৪ হাজার টাকা, যা বাজারদরের তুলনায় অস্বাভাবিকভাবে বেশি বলে দাবি তার।

ঋণমূল্য ও পণ্যমূল্য মিলিয়ে তার নামেই মোট ২ লাখ ২৫ হাজার টাকা ঋণ দেখানো হয়।

রোকেয়া খাতুন অভিযোগ করেন, এসডিসির ম্যানেজার জিনারুল ইসলাম তাকে আশ্বাস দেন ঋণের টাকা সুদসহ অগ্রিম পরিশোধ করলে তাকে পুনরায় নতুন লোন দেওয়া হবে। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে তিনি ধার-দেনা করে নির্ধারিত সময়ের আগেই ঋণের পুরো টাকা পরিশোধ করেন।

কিন্তু টাকা পরিশোধের দুই মাস অতিক্রান্ত হলেও তাকে নতুন লোন দেওয়া হয়নি। বরং বিভিন্ন অজুহাতে সময় ক্ষেপণ করা হচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি।

এর ফলে তার ব্যবসায়িক কার্যক্রমে মারাত্মক ক্ষতির সৃষ্টি হয়েছে তিনি অভিযোগে করেছেন।

এদিকে, এ অভিযোগের ভিত্তিতে সরেজমিন এসডিসির মেহেরপুর কার্যালয়ে গিয়ে দেখা যায় প্রতিটি গ্রাহককে ঋণ দেওয়ার সময় কোন না কোন ইলেকট্রিক পণ্য জোর করে দেওয়া হচ্ছে। অফিসের একটি কক্ষ শুধুমাত্র এসকল মালামালের স্টোর হিসেবে রাখা হয়েছে।

এসডিসির মেহেরপুর শাখার ম্যানেজার জিনারুল ইসলামের কাছে ক্ষুদ্র ঋণ দেওয়ার সাথে এ ব্যবসা করার কোন অনুমতি আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি কোন সদুত্তর দিতে পারেননি। এমনকি একদিন পর লাইসেন্স সহ কাগজপত্র মেহেরপুর প্রতিদিন অফিসে পৌছে দেওয়ার কথা দিলেও তিনি তা দেননি।

এ ব্যপারে মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খাইরুল ইসলাম বলেন, এসডিসির বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত করে

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দামুড়হুদায় সংবাদ প্রকাশের ভয় দেখিয়ে চাঁদাবাজি; দুই কথিত সাংবাদিক আটক

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা গার্লস স্কুল রোডে ভূমিহীন পাড়ার জিয়ার ছেলে মামুনের ফার্মেসীতে সংবাদ প্রকাশের ভয় দেখিয়ে বুম হাতে করে চ্যানেল ২৪ ও আমরাই বাংলাদেশ পত্রিকার সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে ১৫ হাজার টাকা চাঁদা দাবী করে কথিত সাংবাদিক চুয়াডাঙ্গা গুলশান পাড়ার আশাদুল হকের ছেলে ওয়াশিকুর রহমান ও কোর্ট পাড়ার পিরু বক্সের ছেলে নান্টু।

এসময় মামুন বলে কেন টাকা দিবো এমন কথা কাটাকাটির পর্যায়ে স্থানীয় অনেকে জড়ো হয়। এসময় স্থানীয়দের রোষানলে পড়ে তারা। তাদের ১ ঘন্টা আটকে রেখে কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দেই স্থানীয়রা। পরে তাদের কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা ক্যাম্পে নিয়ে যায় ও দুপক্ষের বক্তব্য শুনে তাদের সতর্ক করে ছেড়ে দেয়।

স্থানীয়রা জানান এ দুজন প্রায় সময় কার্পাসডাঙ্গা এলাকায় আসে ও বিভিন্ন পুকুর,বেকারী,বালু ব্যাবসায়ীর কাছে টাকা চাঁদা দাবী করে। এতে করে প্রকৃত সাংবাদিকদের চরম সুনাম ক্ষুন্ন হচ্ছে। এসব কথিত সাংবাদিক পরিচয় চাঁদাবাজ দের বিরুদ্ধে তদন্ত পূর্বক কঠোর আইনগত ব্যাবস্থা নিতে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুনের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছে এলাকাবাসী সহ সচেতন মহল।